সুপ্রভাত

তারিখ 27 AUG 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

তবুও ভর্তির সুযোগ পাবে না ৯২ হাজার শিক্ষার্থী

মুসতাক আহমদ

এইচএসসি উত্তীর্ণ ৯২ হাজার শিক্ষার্থী এবার উচ্চশিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হবে। এসব শিক্ষার্থী দেশের কোন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পাবে না। দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সীমিত হওয়ার কারণে এ অবস্থার সৃষ্টি হতে যাচ্ছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

রেকর্ড সংখ্যক শিক্ষার্থী এবারের এইচএসসি ও আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, দেশে সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, অনার্স ও ডিগ্রি কলেজ, বুয়েট, বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজসহ বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা সুযোগ : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ১

সুযোগ : ভর্তির

(১ম পৃষ্ঠার পর) প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সাড়ে ১৪শ'। এসব প্রতিষ্ঠানে আসন রয়েছে মাত্র ১ লাখ ৮৫ হাজার ২৬০টি। আর এবার এইচএসসিতে সর্বমোট উত্তীর্ণ হয়েছে ২ লাখ ৭৭ হাজার ৫২৩ জন। উত্তীর্ণদের মধ্যে জিপিএ-৫ বা সব বিষয়ে ৮০ থেকে ১০০ নম্বর পেয়েছে ১০ হাজার ৪৫ জন। এছাড়া জিপিএ-৪ থেকে ৫-এর মধ্যে পেয়েছে ৫৮ হাজার ৮২৭ জন, জিপিএ-৩ দশমিক ৫ থেকে ৪-এর মধ্যে পেয়েছে ৫৬ হাজার ২০৪ জন, জিপিএ-৩ থেকে ৩ দশমিক ৫-এর মধ্যে পেয়েছে ৬১ হাজার ৮১৯ জন, জিপিএ-২ থেকে ৩-এর মধ্যে পেয়েছে ৭৯ হাজার ৫৯২ জন এবং জিপিএ-১ থেকে ২-এর মধ্যে পেয়েছে ১২ হাজার ৫৬ জন। সংশ্লিষ্টরা জানান, এর বাইরে মাদ্রাসা বোর্ডের আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ আরও ৩৮ হাজার ৩৬৩ জন শিক্ষার্থী তো আছেই। এদের মধ্যে জিপিএ-৩ থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩৫ হাজার ১৫৮ জন শিক্ষার্থী। সাধারণত আলিম পাসের পরে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের অনেকে অনার্স বা স্নাতক ডিগ্রির জন্য কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিড় জমায়। যদি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য এরা ভিড় করে সেক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষায় আরও প্রায় ৩৫ হাজার শিক্ষার্থীর বঞ্চিত হওয়ার আশংকা রয়েছে। সে হিসাবে লাখেরও বেশি শিক্ষার্থীর ড্রপ আউট বা শিক্ষা জীবন ধরে রাখতে বিদেশে পাড়ি জমাতে হবে।

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) হিসাব মতে, দেশজুড়ে সাড়ে ১৪ শতাধিক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ২ লাখ অনার্স ও ডিগ্রির আসন রয়েছে। এর মধ্যে ২৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ) অনার্সে ৭৬ হাজার ৯শ', ৫২টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫ হাজার, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ১ হাজার ৬৯টি কলেজে ডিগ্রি লেভেলে ৮৭ হাজার ১শ' আসন রয়েছে। ৬১টি অনার্স কলেজে সাড়ে ৫৫ হাজার আসন রয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া ২৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার আসন সংখ্যা মাত্র ১৯ হাজার ৪শ', ১৪টি সরকারি মেডিকেল কলেজে আসন রয়েছে সাড়ে ১৮শ', বুয়েটে রয়েছে ৮১০টি। এই মোট সাড়ে ২২ হাজার সিটের দিকেই মূলত শিক্ষার্থীদের নজর। সে হিসাবে ভর্তির জন্য তীব্র যুদ্ধ হবে মূলত এই ২৬টি বিশ্ববিদ্যালয় আর মেডিকেল কলেজগুলোতে। আর এক্ষেত্রে যত দুশ্চিন্তা দেখা দেবে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের। বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের মতো মানসম্মত প্রতিষ্ঠানে (পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল ও বুয়েট) আসন মাত্র সাড়ে ২৫ হাজার। এছাড়া বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, বিআইটি, লেদার টেকনোলজি, টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট ও বেশকিছু কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এতেও সাড়ে ৩ হাজার আসন রয়েছে। ইতিপূর্বে দেশে ৩০টি মেডিকেল কলেজ ছিল। কিন্তু বিভিন্ন কারণে বিগত কিছুদিন আগে সরকার বেশকিছু মেডিকেল কলেজ বন্ধ করে দিয়েছে। এ অবস্থায় বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের জন্যই অপেক্ষা করছে টেনশন আর দুশ্চিন্তার প্রহর।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ এমনকি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত কলেজে অনার্স শ্রেণীতে ভর্তির জন্য ন্যূনতম একটি স্ট্যান্ডার্ড ফলাফলের অধিকারী হতে হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অধিকাংশ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদনের জন্য এসএসসি ও এইচএসসি মিলিয়ে জিপিএ-৬ পেতে হয়। এক্ষেত্রে ভর্তিচ্ছুর এসএসসির ফলাফল যদি ভালো হয় আর এইচএসসিতে ভর্তির আবেদনের জন্য কমপক্ষে জিপিএ-২ ধারীদের ভর্তির যোগ্য ধরা হয়। পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, ১৪টি সরকারি মেডিকেল কলেজ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ এবং বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মোট আসন এবার উত্তীর্ণ এক লাখ শিক্ষার্থীতে পূর্ণ হয়ে যাবে। ছাত্রছাত্রীদের বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা তো রয়েছেই। প্রতিবছর বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মালয়েশিয়া, ভারতসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে চলে যাচ্ছে। এবার আসন সংকটের কারণে বিদেশ গমনের প্রবণতা আরও বাড়বে বলে সংশ্লিষ্টরা আশংকা প্রকাশ করেছেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ বছর মেয়াদি ডিগ্রি খোলার কারণে শিক্ষার্থীরা আবার পাস কোর্সে পড়তে অনাগ্রহী। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স কোর্সে বিশেষ করে বেসরকারি অনার্স কলেজে শিক্ষার্থীদের খুব কমই টানতে পারছে। সবার লক্ষ্য পাবলিক প্রতিষ্ঠানে ভর্তি। কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের পছন্দের তালিকায় রয়েছে। তবে সাধ্যের বিষয়টি অনেককেই হতাশ করে।